পড়ুন এই অবস্থানে আমাদের বক্তব্য

যেহেতু

১) সাধারন অর্থনীতি পাঠ্য পুস্তকে বলা হয় যে উৎপাদন, অতি-ভোগপণ্য ব্যবহার, সেবা আর শিল্পোন্নতি মানে আর্থিক উন্নতি, এবং

২) অর্থনৈতিক উন্নতি তখনিই ঘটে যখন মাথাপিছু ভোগপণ্য ব্যবহার ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পারস্পরিক পরিপূরক হয়, এবং

৩) অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন উন্নয়নের ভিত্তির উপাদান হল কৃষি, নিষ্কাষণ শিল্পোৎপাদন, পরিষেবা, বিনিয়োগ আর প্রয়োজনে বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাষণ, এবং

৪) আর্থিক প্রবৃদ্ধির সজ্ঞা হল মোট দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি বা মোট দেশীয় নির্মিত বস্তু সম্ভার, এবং

৫) আর্থিক প্রবৃদ্ধি হল বিভিন্ন দেশ ও সমাজের সর্বকালের একমাত্র লক্ষ্য, এবং

৬) পদার্থ বিজ্ঞান আর পরিবেশ সেবার উপরে নির্ভরশীল হল নিয়ন্ত্রিত আর্থিক উন্নয়ন, এবং

৭) দেখা যাচ্ছে বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন দীর্ঘকালের জন্য ক্ষতি করেছে পরিবেশ আর মানব কল্যানের জন্য আর্থিক অনুদান .....

এই কারণে আমাদের বক্তব্য হল

১) পরিবেশ সংরক্ষণ (যেমন জীবজগতের প্রকারভেদ, নির্মল বায়ু ও জল, স্থিতিশীল বায়ুমন্ডল) আর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পরস্পর বিরোধী, এবং

২) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আর পরিবেশগত মানব সেবা (যেমন আবহাওয়া কলুষতা, পচনক্রিয়া) পরস্পর বিরোধী, এবং

৩) কারিগরি শিক্ষার প্রসার পরিবেশ ও অর্থনীতির পক্ষে ভাল বা মন্দ দুই হতে পারে যথা পরিবেশ আর অর্থনীতির দীর্ঘকালব্যাপী সংঘাত এই কারণে নাও মিটতে পারে, এবং

৪) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বিশেষ করে ধনী আর সমৃদ্ধশালী দেশে কালক্রমে বিপদজ্জনক আর কালবিরুদ্ধ হয়ে যেতে পারে, এবং

৫) সুস্থির রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি (স্থিরতা, স্বল্প পরিবর্তনশীল জনসংখ্যা আর মাথাপিছু আয়) উন্নয়নশীল অর্থনৈতিক লক্ষ্যে পৌছনোর পক্ষে বেশী কাম্য, এবং

৬) রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির পক্ষে দীর্ঘকালীন স্থিরতার জন্য প্রয়োজন এক অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত সংস্থাপন বা সংস্থা । তা হলে এমন একটি সংস্থার পক্ষে অর্থনৈতিক বা পরিবেশ সংকট, যদি খরা, প্রাকৃতিক দুর্দশা বা বিদ্যুত ঘাটতির জন্য ঘটে, এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব, এবং

৭) স্থিতিশীল রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি এমন কোন অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিরোধী হবে না যাতে নিহিত থাকবে গতিশীল প্রযুক্তিগত পদ্ধতির প্রস্তুতির উদ্যম ।

৮) রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির স্থিতিশীলতা অর্জনের পরে ধনী দেশের উচিত কর্তব্য হবে অন্যান্য দেশকে আর্থিক উন্নয়নের পথ থেকে স্থিতিশীল রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির পথে চালনা করা, বিশেষ করে যে সব দেশের মাথাপিছু পণ্যদ্রব্যের ব্যবহার উচ্চগ্রামী । এবং

৯) দারিদ্রপীড়িত দেশে পণ্যদ্রব্যের ব্যবহার উর্ধগামী করে জনমানুষের মধ্যে সমান ভাবে বিতরন করা হবে উপযুক্ত লক্ষ্য ।

সময়ের সঙ্গে ক্যাসের কর্তব্য কী বদলায় ?

পয়লা মে মাস থেকে ক্যাসের সংযোগ ই-মেল ২০০৪ সাল থেকে সই করলে পাওয়া যাচ্ছে । যদিও মার্কিন দেশের পরিপ্রেক্ষিতে এর নকশা প্রস্তুত করা আছে, ওই দেশের আর্থিক উন্নয়নের দিকে এর লক্ষ্য আছে । ২০০৮ সালের জুন মাসে এর পুনরাধয়ন করা হয়েছে বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উপলক্ষে, আর রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির প্রতি যাতে ধনী দেশের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় । ক্যাসের নিজের অবস্থানের কোন পরিবর্তন করে না কারণ বক্তব্যের বিষয় বৈজ্ঞানিক বিধানে প্রোথিত । পুনরাধয়ন বিমুক্ত ক্যাসের অবস্থান এর সঙ্গে সংযুক্ত ।

व्यक्तिगत रूप में साइन (वेबसाइट के लिए)